بسم الله الرحمن الرحيم

তাহযিব ইনস্টিটিউ আয়োজিত নবী সা. এর জীবনী নিয়ে বিশেষ আয়োজন

এক নজরে সীরাহ

নবী সা. এর জন্ম ও কৈশোর

এক নজরে সীরাহ

আরব উপদ্বীপের পরিচিতি

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এটি। যার তিন দিকে সমুদ্র ও একদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত। তাই এটিকে জাযিরাতুল আরব বা 'আরব উপদ্বীপ' বলা হয়। উত্তরে সিরিয়া, ইরাক (শাম)। দক্ষিণে আরব সাগর। পূর্বে আরব উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর। যুগ যুগ ধরে আরব উপদ্বীপে বসবাসকারীদের 'আরব' বলা হয়।

জাতিগতভাবে আরবদের শ্রেণী

জাতিগতভাবে আরবদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

১. আরব বায়িদা (العرب البائدة): প্রাচীন আরব। আদ, ছামুদ, আমালেকা প্রভৃতি বংশধর।

২. আরবে আরিবা (العرب العاربة): এরা ইয়েমেনের অধিবাসী কাহতানীর বংশধর। তাই তাদেরকে কাহতানী আরবও বলা হয়।

৩. আরবে মুস্তারিবা (العرب المستعربة): এরা ইসমাঈল আ. বংশধর আদনানের বংশধর। এই বংশেই রাসূল সা. এর জন্ম।

ভূ প্রাকৃতিক আরবের অধিবাসী

১. **শহুরবাসী:** শহরে বসবাসী স্বল্পসংখ্যক মানুষ। ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন মূল জীবিকা নিবাহের মাধ্যম।

২. **বেদুঈন:** মরুর বাসিন্দা। স্থায়ী কোনো ঠিকানা ছিল না। এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাযাবরের মত জীবন যাপন করত।

আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলামপূর্ব সময়ে আরব কোনো স্বতন্ত্র্য সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ছিল না। বিভিন্ন গোত্রে বিভিক্ত ছিল। খুব তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোত্রের মাঝে লড়াই ও যুদ্ধ শুরু হত। পানির উৎসস্থল, চারণভূমি, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বছরের পর বছর যুদ্ধ চলত।

- গোত্রীয়শাসন
- গোত্রীয় দ্বন্দ্ব
- গোত্রপ্রীতি
- দুর্বলদের প্রতি আক্রমণ
- নারীদের প্রতি অবহেলা
- নেশা, জুয়া, লুটতরাজ

আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা

- ব্যবসা-বাণিজ্য
- ফসলের আবাদ
- পশু চারণ
- সুদ

আরবের ধর্মীয় অবস্থা

- হানিফিয়্যাহ
- পৌত্তলিকতা
- নক্ষত্র ও তারার পুরা
- ইয়াহুদী ও নাসারা

আরবদের কিছু ভালো গুণ

- মেহমানদারি
- দানশীলতা
- সাহসিকতা
- প্রতিবেশীদের সাথে সদাচার
- ওয়াদা রক্ষা করা
- সরলতা ও অনাড়ম্বরতা

প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

রাসূল এলেন ধরায়

এমনি এক কঠিন সময়ে, পুরো পৃথিবীর রহমত হিসেবে প্রেরিত হলেন প্রিয় নবী সা.। হস্তিবর্ষের ৯/১২ রবিউল আাউয়াল, সোমবার সুবহে সাদিকের সময় মক্কায় নিজ পিতৃগৃহে জন্ম নেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব, শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল শিশু মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ।

নবী সা. এর বংশ তালিকা

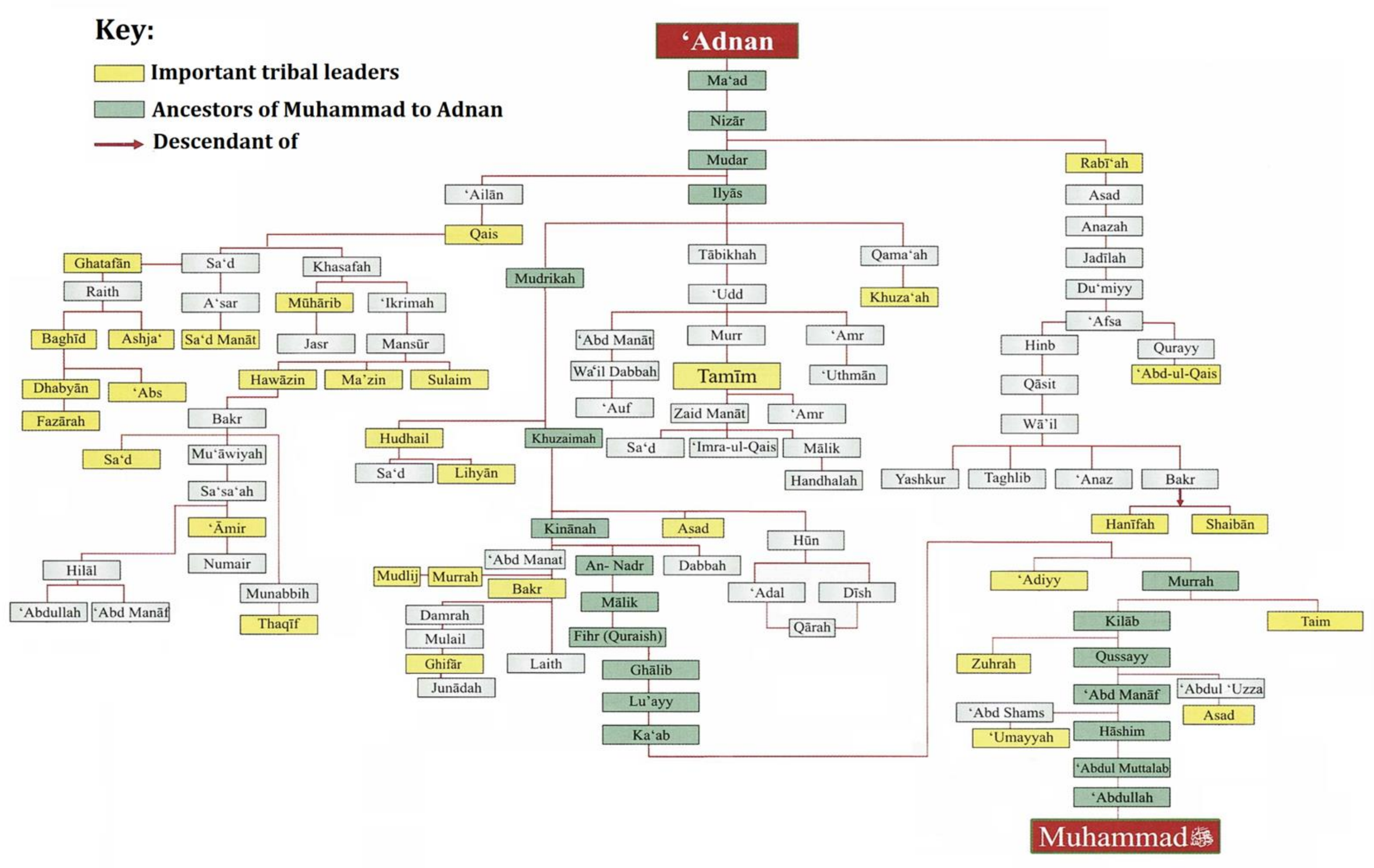
Key:
Important tribal leaders
Ancestors of Muhammad to Adnan
Descendant of
'Adnan
Ma'ad
Nizār
Mudar
Rabī'ah
'Ailān
Ilyās
Asad
Anazah
Qais
Jadīlah
Du'miyy
'Afsa
Ghatafān
Sa'd
Khasafah
Mudrikah
Tābikhah
Qama'ah
Khuza'ah
Raith
A'sar
Mūhārib
'Ikrimah
'Udd
Baghīd
Ashja'
Sa'd Manāt
Jasr
Mansūr
'Abd Manāt
Murr
'Amr
Hinb
Qurayy
'Abd-ul-Qais
Wa'il Dabbah
Tamīm
'Uthmān
Qāsit
Dhabyān
'Abs
Hawāzin
Ma'zin
Sulaim
'Auf
Zaid Manāt
'Amr
Wā'il
Fazārah
Bakr
Hudhail
Khuzaimah
Sa'd
'Imra-ul-Qais
Mālik
Sa'd
Mu'āwiyah
Sa'd
Lihyān
Handhalah
Yashkur
Taghlib
'Anaz
Bakr
Sa'sa'ah
'Āmir
Kinānah
Asad
Hūn
Hanīfah
Shaibān
'Abd Manat
An- Nadr
Dabbah
Hilāl
Numair
Mudlij
Murrah
'Adiyy
Murrah
Bakr
Mālik
'Adal
Dīsh
Munabbih
'Abdullah
'Abd Manāf
Damrah
Qārah
Kilāb
Taim
Thaqīf
Fihr (Quraish)
Mulail
Zuhrah
Qussayy
Ghifār
Laith
Ghālib
'Abd Manāf
'Abdul 'Uzza
Junādah
Lu'ayy
'Abd Shams
Asad
Hāshim
Ka'ab
'Umayyah
'Abdul Muttalab
'Abdullah
Muhammad

নবী সা. কে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য কী ?

নবী সা. কে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢﴾ [الجمعة: ٢]

নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।” [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২]

রাসূল সা. কে প্রেরণের মৌলিক লক্ষ্য

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ
كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۹﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

পিতার মৃত্যু

রাসুল সা. এর পিতা মদীনায় ব্যবসার কাজে গেলে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে পাঁচটি উট, একটি ছাগল ও হাবশি দাসী উম্মে আয়মানকে রেখে যান।

রাসূল সা. এর নামকরণ ও আক্বিকা

পিতৃহীন শিশু মুহাম্মাদ সা. জন্মের সংবাদ পেয়ে স্নেহশীল দাদা আবদুল মুত্তালিব খুশী হয়ে কাবাগৃহে যান নিয়ে যান। পৌত্রের জন্য দোয়া করেন। নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ'। মা আমিনা আদর করে নাম রাখেন, 'আহমাদ'। এছাড়াও নবী সা. এর বেশ কিছু নাম রয়েছে:

إنَّ لي أسماءً : أنا محمدُ ، وأنا أحمدُ ، وأنا الماحي الذي يمحو اللهُ بي الكفرَ ، وأنا الحاشرُ الذي يُحشَرُ

الناسُ على قَدَمي ، وأنا العاقبُ ، والعاقبُ الذي ليس بعده نبيٌّ.

(মুখতাসার শামায়েল: ৩১৫)

রাসূল সা. এর প্রাথমিক লালন পালন

রাসূল সা. এর জন্মের পর আবু লাহাবের দাসি সুওয়াইবা দুধ পান করেন। পিতা আব্দুল্লাহ'র রেখে যাওয়া দাসি উম্মে আয়মান তাকে দেখাশোনা করে। তিনি আবি সিনিয়ার অধিবাসী। তিনি রাসূল সা. এর নবুওয়াতের যুগ পেয়েছিলেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। রাসূল সা. তাকে শেষ সময় পর্যন্ত সম্মান করেছেন।

হালিমার ঘরে নবীজি

তৎকালীন আরবের সম্ভ্রান্ত রীতি ছিল, বাচ্চা জন্মের পর গ্রামের নির্মল পরিবেশে বেদুইন নারীর তত্ত্বাবধানে কিছুদিন রাখা। এর বেশকিছু কারণ ছিল:

- ❑ বিশুদ্ধ আরবী
- ❑ শহরের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করা
- ❑ আবহাওয়া ও পরিবেশ
- ❑ শক্তি সামর্থ অর্জন

বনু সাআদ গোত্রের সম্ভ্রান্ত মহিলা হালিমা সাদিয়া রাসূল সা. এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিশু মুহাম্মাদের দায়িত্ব লাভের পর নানা বরকত লাভ করেন তিনি। ফলে দু বছর পূর্ণ হলে পুনরায় মা আমিনার নিকট অনুরোধ করেন আরো কিছুদিন শিশু মুহাম্মাদকে নিজের কাছে রাখার। ফলে তিনি অনুমতি দেন।

নেমে এলো বরকতের বারিধারা

প্রথমে রাসূল সা. কে গ্রহণ করতে অনীহা থাকলেও যখন তিনি শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে ঘরে এলেন, এরপর থেকে একের পর এক বরকতের দুয়ার খুলতে শুরু করল। সে সময় অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের দরুন খুব কষ্টে দিনানিপাত করছিলেন। কিন্তু শিশু মুহাম্মাদকে আনার পর থেকে বরকতের বারিধারা নেমে এলো। হালিমা দম্পতিসহ সবাই অবাক বিস্ময়ে সেসব প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

প্রত্যেক নবী রাসূল মেষ চড়িয়েছেন

প্রত্যেক নবী রাসূল মেষ চড়িয়েছেন এমনকি আমাদের নবী প্রিয় হযরত মুহাম্মাদ সা. নিজেও মেষ চড়িয়েছেন। এরমধ্যে বিশেষ কিছু হিকমত নিহিত রয়েছে বিশেষ করে শৈশবেই এরমাধ্যমে লিডারশিপ দক্ষতা তৈরি হত।

- দায়িত্বজ্ঞান শিক্ষা
- ধৈর্যের শিক্ষা
- সুরক্ষা নিশ্চিত করা
- দূরদৃষ্টি অর্জন
- সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ততা
- কষ্টসহিষ্ণু
- সৃষ্টির সান্নিধ্য

প্রথম বক্ষ বিদারণ

দুধ মা হালিমার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন ৫ বছর বয়সে নবী সা. এর ঐতিহাসিক বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি হলো:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ . ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ . فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ . قَالَ أَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ . (راه المسلم: 302)

পূনরায় মায়ের কোলে

বক্ষ বিদারণের ঘটনার পরে দুধ মা হালিমা বেশ নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং শিশু মুহাম্মাদকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেবার মনস্থ করেন। মায়ের নিকট আসার পর শিশু মুহাম্মাদ সা. ও দাসি উম্মে আয়মানকে কে নিয়ে একবার ইয়াছরিবে (মদীনা) যান। সেখানে রাসূল সা. এর নানার বংশের আত্মীয় স্বজন রয়েছে এবং পিতার কবর যিয়ারত করে ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে মা আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। যিনি আগামী দিনের বিশ্বের নেতৃত্ব দেবেন তার শৈশবেই প্রিয়তম মাকে হারালেন।

দাদার স্নেহ ছায়ায়

বাবা মাকে হারানো ইয়াতিম শিশু মুহাম্মাদ সা. এবার দাদার স্নেহ ছায়ায় লালিত পালিত হতে শুরু করেন। মক্কার নেতা দাদাজি তাকে পরম স্নেহে লালন পালন করতে লাগলেন। খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু দাদার স্নেহছায়াও বেশিদিন স্থায়ী হলো না, মাত্র দু বছর পর আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে দাদা আবদুল মুত্তালিব লক্ষ্য করেছিলেন চাচাদের মধ্যে আবু তালেব শিশু মুহাম্মাদকে বেশি ভালোবাসে, তাই তাকে তার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ওসিয়ত করে যান। দাদার মৃত্যুর পর চাচা আবু তালেবের এবার মুহাম্মাদ সা. এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

চাচার সাথে সিরিয়া গমন ও পথিমধ্যে ফিরে আসা

চাচা আবু তালেব ব্যবসার কাজে যুক্ত ছিলেন। রাসূল সা. এর বয়স যখন ১২ তখন কিশোর মুহাম্মাদ সা. কে নিয়ে সিরিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে বুসরা নামক স্থানে জিরজিস নামক বাহিরা যপাদ্রি শিশু মুহাম্মাদকে চিনতে পারেন। তখন চাচা আবু তালেবকে পরামর্শ দেয় তাকে যেন সিরিয়ায় না নেয়া হয়। পাদ্রি সুস্পষ্ট ঘোষণা করে:

هذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

জাঝাকুমুল্লাহু খইর

কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন

উস্তায ফজলে রাববি হিফজ, দাওরায়ে হাদীস
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
ইন্সট্রাকটর, তাহযিব ইনস্টিটিউট
ফেসবুক: www.fb.com/farabbi.bd
মেইল: farabbi.bd@gmail.com
+881922730001 (Imo/Whatssapp)
+966509676974 (Saudi Arabia)